জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – নভেম্বর ২০০৯/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* জাতিসংঘ জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য বিশ্বনেতাদের প্রতি মহাসচিবের আহবান
* নর্বাচন থেকে আব্বাসের সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা, ইসরায়েলের প্রতি আবারো জাতিসংঘের বসতি স্থাপন বন্ধের আহ্বান
* উন্নয়নশীল দেশের জন্য ৫ কোটি এইচ১এন১ টিকা অনুদান পাচ্ছে জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থা
* বার্লিন দেয়াল পতনের ২০ বছর, স্মরণ করলেন জাতিসংঘ কর্মকর্তারা

জাতিসংঘ জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য বিশ্বনেতাদের প্রতি মহাসচিবের আহবান

১২ নভেম্বর– আগামী মাসে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনের সমাপনী দিনগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য মহাসচিব বান কি-মুন আজ সব দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের জোরালোভাবে আহবান জানিয়েছেন। ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী লারস লক রাসমুসেন এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

মহাসচিবের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেন, "মহাসচিব মনে করেন বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের মুল বিষয়গুলোতে সমঝোতায় পৌঁছাতে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সরাসরি সংশি-ষ্টতা জরুরি।"

আগামী ৭ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া এই সম্মেলনের লক্ষ্য ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকলের অনুবর্তী চুক্তিতে পৌঁছানো। বৃহত্তর জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তির একটি অংশ হলো কিয়োটো প্রোটোকল, যাতে আছে শক্তিশালী, আইনগতভাবে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ। এতে ৩৭টি শিল্পোন্নত রাষ্ট্র ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের হিসাবে গড়ে ৫ শতাংশ গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন কমিয়ে আনার অঙ্গীকার করে।

সম্মেলনের সমাপনী হবে ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। বান কি-মুন বিশ্বনেতাদের এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্যই আহবান জানাচ্ছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, "মহাসচিব মনে করেন সর্বোচ্চ পর্যায়ে ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক গতিশীলতা বজায় রাখা জরুরি। উচ্চাভিলাষী না হলেও তিনি আশাবাদী যে কোপেনহেগেনে সুষ্ঠু ও কার্যকর জলবায়ু চুক্তিতে পৌঁছানো যাবে।"

নির্বাচন থেকে আব্বাসের সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা, ইসরায়েলের প্রতি আবারো জাতিসংঘের বসতি স্থাপন বন্ধের আহ্বান

১০ নভেম্বর– ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণাকে 'পরিস্থিতি উন্নয়নের দৃঢ় ও সুস্পষ্ট আহ্বান' উলে-খ করে জাতিসংঘের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আজ অধিকৃত ফিলিস্তিন এলাকায় সব ধরনের বসতি স্থাপন কার্যক্রম বন্ধ রাখার জন্য ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

রামাল-াহর পশ্চিম তীরে আব্বাসের সঙ্গে বৈঠকের পর জাতিসংঘের মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া বিষয়ক বিশেষ সমন্বয়ক রবার্ট সেরি বলেন, 'আমাদের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে দুটি আলাদা রাষ্ট্রের দিকে যেতে হবে, অথবা পিছনে ফিরে যেতে হবে।'

‘আমি প্রেসিডেন্ট আব্বাসকে বলেছি যে তার নেতৃত্বের প্রতি মহাসচিবের জোরালো সমর্থন রয়েছে। তবে এটিও স্পষ্ট যে এই মূল্যবান সম্পদ এখন ঝুঁকির মুখে। আমি বিশ্বাস করি গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট আব্বাসের দেওয়া ঘোষণা পরিস্থিতির উন্নয়নে একটি দৃঢ় ও সুস্পষ্ট আহ্বান। আমি আবারও বলছি যে মহাসচিব সব ধরনের বসতি স্থাপন কার্যক্রম বন্ধ রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।’

ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ যৌথভাবে শান্তির একটি মহাপরিকল্পনা তৈরি করে। এতে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানের জন্য নিরাপদ ও স্বীকৃত সীমানা দ্বারা নির্ধারিত ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন পাশাপাশি দুটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি ছাড়াই তাদের অভিন্ন রাজধানী দাবি করে পুর্ব জেরুজালেমসহ গাজা ও পশ্চিম তীর দখল করে। সেই থেকে তারা পশ্চিম তীর ও পুর্ব জেরুজালেমে বহু বসতি স্থাপন করেছে। ২০০৫ সালে অবশ্য তারা গাজা ছেড়ে চলে যায়।

গত মাসে মরক্কোর রাবাতে জেরুজালেম আন্তর্জাতিক ফোরামে এক বার্তায় মহাসচিব বান কি-মুন বলেন, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান সবার কাছেই জেরুজালেম একটি পবিত্র স্থান। তাই মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি চাইলে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য পবিত্র স্থানগুলোর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন দুই রাষ্ট্রেরই রাজধানী হতে হবে এ নগরী।

উন্নয়নশীল দেশের জন্য ৫ কোটি এইচ১এন১ টিকা অনুদান পাচ্ছে জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থা

১০ নভেম্বর– বৃহৎ একটি ওষুধ কোম্পানি জাতিসংঘের জনস্বাস্থ্য সংস্থাকে পাঁচ কোটি এইচ১এন১ প্রতিষেধক টিকা অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডবি-উএইচও) আজ এ কথা জানিয়েছে।

গ-াক্সোস্মিথক্লাইনের সঙ্গে সম্পাদিত নতুন ওই চুক্তির আওতায় নভেম্বরের শেষদিকেই টিকার প্রথম পর্যায়ের চালান এসে পৌঁছাবে বলে আশা করছে ডবি-উএইচও।

ডবি-উএইচও’র তালিকাভুক্ত ৯৫টি উন্নয়নশীল দেশ অনুদানের ওই টিকা পাবে। ডবি-উএইচও’র লক্ষ্য হচ্ছে এসব দেশের জনসংখ্যার ১০ শতাংশকে এ টিকা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত টিকা জোগাড় করা।

জেনেভায় ডবি-উএইচও’র সদর দপ্তরে চুক্তি স্বাক্ষরের পর সংস্থার মহাপরিচালক মার্গারেট বলেন, ‘আমরা গ-াক্সোস্মিথক্লাইনের এ অনুদানকে স্বাগত জানাই। বিশ্বের দরিদ্রতম লোকজনের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অনুদানের এ টিকা ব্যবহার করা হবে।’

মিজ. চান বলেন, ‘যাদের অন্য কোনও উপায়ে এ টিকা নেওয়ার সুযোগ হতো না তাদের জন্য বিশ্ব সংহতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ এটি। যাদের এসব টিকা দরকার তাদের মধ্যে সেগুলো বিতরণ করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণে ডবি-উএইচও এখন কাজ করবে।’

ডবি-উএইচও গত সপ্তাহে সতর্ক করে বলেছিল, বিশ্ব এখনো চূড়ান্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা মৌসুম দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে ইনফ্লুয়েঞ্জা মৌসুমে আরও বেশি আক্রান্তের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সংস্থাটি জোর দিয়ে আরও বলেছে, এ টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ থাকা সত্বেও ওই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাজারে পাওয়া ওষুধের মধ্যে এটি অন্যতম সেরা ওষুধ।

ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় ১ নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্বে চার লাখ ৮২ হাজারের বেশি এইচ১এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রান্তের ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এছাড়া ডবি-উএইচও’র কাছে ছয় হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যুর নিশ্চিত খবর রয়েছে। অনেক দেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আক্রান্তের সংখ্যা বিশেষ করে হালকাভাবে আক্রান্তদের সংখ্যা গণনা বন্ধ করে দিয়েছে। এসব হিসাব করলে এ ভাইরাস বহনকারীর প্রকৃত সংখ্যা নিশ্চিত হওয়া ঘটনার চেয়ে আরও অনেক বেশি হতে পারে।

বার্লিন দেয়াল পতনের ২০ বছর, স্মরণ করলেন জাতিসংঘ কর্মকর্তারা

৯ নভেম্বর– আজ থেকে ২০ বছর আগে পতন হয়েছিল বার্লিন দেয়ালের। সাধারণ মানুষ যে বড় ও ভালো কিছু করতে পারে তা-ই মনে করিয়ে দেয় সেদিনকার স্মৃতি- এ কথা উলে-খ করে মহাসচিব বান কি-মুন আজ মানবাধিকার ও স্বাধীনতা জোরদার করতে যারা সংগ্রাম করছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

মুখপাত্রের মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে বান কি মুন বলেন, ‘বার্লিন দেয়ালের পতন ইতিহাসের ধারাই পাল্টে দিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের বিজয়ের সুচক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে এ ঘটনা। মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য যারা লড়াই করেছিলেন তাদের সবার কাছে আমরা ঋণী। তাদের সংগ্রাম কখনো ভুলবার নয়। তাদের সংগ্রামের ঘটনা আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে।’

মহাসচিব বলেন, ‘বার্লিন দেয়াল পতনের এই দিনটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে সাধারণ মানুষ চাইলে বৃহৎ ও মহৎ কাজও করতে পারে। সেটা ১৯৮৯ সালে মানবাধিকার আদায়ের সংগ্রামে হোক অথবা একবিংশ শতাব্দীতে দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় হোক।’

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার (ইউনেস্কো) আসন্ন প্রধান কর্মকর্তা পৃথক এক বিবৃতিতে বলেন, স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও বৈচিত্র্যের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ব নেতারা আত্মতৃপ্ত হয়ে বসে থাকতে পারেন না।

বার্লিন দেয়াল পতনের দিনকে স্মরণ করে ইউনেস্কোর নির্বাচিত মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা বলেন, সর্বজনীন মুল্যবোধের সংগ্রামে এখনো বিজয় আসেনি।

মিজ. বোকোভা বলেন, ‘আজ আমরা বিশ্বায়নের যুগে বাস করছি, কিন্তু এখনো সেখানে বহু দেয়াল রয়ে গেছে। ইউনেস্কোর কাজ হচ্ছে এসব দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা। সেগুলো যেখানেই হোক এবং যে ভাবেই থাকুক না কেন।’ ১৯৯০ এর দশকে বুলগেরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা মিজ. বোকোভা ১৫ নভেম্বর ইউনেস্কো প্রধান কোইচিরো মাতসুরার স্থলাভিষিক্ত হবেন।

বার্লিন দেয়াল পতনের ঘটনাকে তিনি ‘বিশ্ব শান্তি ও গণতন্ত্রের অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি বিশাল ঐতিহাসিক গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা’ হিসেবে উলে-খ করেন। তার ভাষায়, ‘এটি ছিল নতুন যুগের সুচনা, কেবল পুর্ব ইউরোপে নয় বিশ্বব্যাপী উন্নত জীবনের আশা জাগানিয়া ঘটনা। একটি পাতা উল্টে গেল।’

তবে তিনি এও বলেন, ‘বিশ্বায়ন হয়তো মুক্তির একটি শক্তি হতে পারে। কিন্তু তাতে মানুষের সৃজনশীলতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রকৃত যে উৎস সেই বৈচিত্র্য ক্ষয়ে গিয়ে বিশ্ব আরও বেশি একই ধাঁচের হওয়ার এবং নিপীড়িন, বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের নতুন ধারা উন্মোচিত হবার ঝুঁকি থাকে।’

** ** **